|  |
| --- |
| **বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়** |

**১.০ ভূমিকা**

**১.১ দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে মন্ত্রণালয়ের গুরুত্ব:** বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সমাজের ইতিবাচক চালিকাশক্তি হিসেবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উৎকর্ষ সাধন এবং সুষম আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির অংশরূপে গড়ে তুলতে কাজ করছে। বিজ্ঞান ও লাগসই প্রযুক্তির সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের শান্তি ও সমৃদ্ধিকে এগিয়ে নিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সরকারের রূপকল্প অনুযায়ী ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশে উন্নীতকরণসহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, প্রযুক্তি উদ্ভাবন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণা, নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণপূর্বক সার্বিক আর্থ-সামাজিক সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

**২.০ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট নারী উন্নয়ন বিষয়ক আইন, নীতিমালা ও জাতীয় পরিকল্পনা দলিলের দিক-নির্দেশনা**

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত **“জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি ২০১১”** এর ৫.১(ঝ) ধারায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক কার্যক্রমে নারীর ক্ষমতায়নের ব্যবস্থা করা এবং তাদের পূর্ণ ও সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে।

**৩.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রাসঙ্গিক কৌশলগত উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমসমূহ**

* **বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে গবেষণাকর্মে সক্ষমতা বৃদ্ধি:** বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক ফেলোশিপ প্রদান, গবেষণা অনুদান এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে নারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রশাসনিক ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।
* **বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জনপ্রিয়করণ:** বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জনপ্রিয়করণের লক্ষ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক বিভিন্ন কার্যক্রম (সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজন, স্থায়ী বিজ্ঞান প্রদর্শনসহ জেলা ও জাতীয় পর্যায়ে বিজ্ঞান মেলা/প্রদর্শন/অলিম্পিয়াড আয়োজন, ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনী ও বিজ্ঞান শিক্ষা কার্যক্রম সম্প্রসারণ ইত্যাদি) গ্রহণের ফলে নারীরা বিজ্ঞান বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করছে এবং বিজ্ঞান শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে।
* **পরমাণু শক্তির নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিতকরণঃ** পরমাণু শক্তির নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ ব্যবহার যেমন: পরমাণু প্রযুক্তি ব্যবহার করে চিকিৎসা সেবা প্রদান, পরমাণু চিকিৎসা সেবা কেন্দ্রে রক্ত নমুনার ধর্ম ও গুণাগুণ বিশ্লেষণ এর ফলে নারীরা বিভিন্ন জটিল রোগের চিকিৎসা সেবা গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে।
* **আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য পরিবেশ-বান্ধব ও টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন:** আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য পরিবেশবান্ধব ও টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনে; বিভিন্ন উদ্ভাবিত প্রযুক্তি হস্তান্তর, গুণগতমান নিশ্চিতকরণ, সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণ সেবা কার্যক্রমে নারীদের সম্পৃক্ততা রয়েছে।
* **বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রসারে অবকাঠামো উন্নয়ন:** বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রসারে অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রমে নারীদের সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে তাদের প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে।

**৪.০ মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকার ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ এবং নারী উন্নয়নে এর প্রভাব**

* পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার সম্প্রসারণ: নারী উন্নয়নে পরোক্ষ ভূমিকা রাখবে। তেজষ্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহার করে পরমাণু চিকিৎসা ব্যবস্থার আওতায় বিশেষ করে নারীদের কয়েকটি জটিল রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা সেবা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে। এতে ৪৫% নারীর সরকারি সেবা লাভের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে।
* **দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য উপযোগী টেকসই, পরিবেশ-বান্ধব প্রযুক্তি উদ্ভাবনে গবেষণা ও উন্নয়ন:** নারী কর্তৃক ব্যবহার্য ক্ষেত্র যেমন-গৃহকর্মে ব্যবহারযোগ্য নিরাপদ এবং খাবারযোগ্য দূষণমুক্ত (আর্সেনিকমুক্ত) পানি সরবরাহের উপর গবেষণা পরিচালনার মাধ্যমে নারী উন্নয়নে পরোক্ষ ভূমিকা রাখা সম্ভব হবে। বিজ্ঞান বিষয়ক জ্ঞান তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছে দেয়ার মাধ্যমে নারীর অংশগ্রহণ, সামাজিক মর্যাদা ও নারীর ক্ষমতায়ন ৪০% বৃদ্ধি পাবে।
* **বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে গবেষণার প্রসার:** দেশে বিজ্ঞান চর্চা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণা, উন্নয়ন কাজে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা প্রদানের জন্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের বিভিন্ন প্রকল্প-কর্মসূচির গবেষণায় অনুদান প্রদানের মাধ্যমে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে গবেষণা কর্মে নারীর পরোক্ষ প্রভাব রয়েছে। এতে নারীর ৩০% সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

**৫.০ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ এবং মোট বাজেটে নারীর হিস্যা**

**৫.১**  **মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ:**

| **ক্রমিক নম্বর** | **মন্ত্রণালয়/সংস্থার নাম** | **মোট কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা** | **মোট কর্মরত পুরুষ কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা** | **মোট কর্মরত নারী কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ১ | সচিবালয় | ১৫২ | ১২০ | ৩২ |
| ২ | বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন | ১৯৭৮ | ১৫৬৬ | ৪১২ |
| ৩ | বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ  | ১০০৩ | ৭৫৭ | ২৪৬ |
| ৪ | বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ  | ১৪৩ | ১০৯ | ৩৪ |
| ৫ | জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর | ৬২ | ৫৬ | ৬ |
| ৬ | ব্যান্সডক | ২৮ | ২২ | ০৬ |
| ৭ | বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান নভোথিয়েটার | ৫৩ | ৪৭ | ০৬ |
| ৮ | বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট | ০৭ | ০৭ | ০০ |
| ৯ | বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট | ১০৩ | ৯৬ | ০৭ |
| ১০ | ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোজি | ১০৭ | ৮৩ | ২৪ |
| ১১ | **বাংলাদেশ রেফারেন্স ইনস্টিটিউট ফর কেমিক্যাল মেজারমেন্টস্** (**বিআরআইসিএম**) | ৫২ | ৩৯ | ১৩ |

**৫.২ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে উপকারভোগী মহিলা ও পুরুষের পরিসংখ্যান:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **নির্দেশক** | **পরিমাপের একক** | **২০20-২1** | **২০২1-২2** | **২০২2-২3** |
| **পুরুষ** | **মহিলা** | **পুরুষ** | **মহিলা** | **পুরুষ** | **মহিলা** |
| প্রদত্ত ফেলোশিপ | সংখ্যা | ১১০৮ | ২১৯৭ | ১১৮১ | ১৩০৯ |  |  |
| প্রযুক্তি উদ্ভাবন, গবেষণা ও উন্নয়নমূলক প্রকল্প  | সংখ্যা | ১৪৬ | ৭৫ | ১৯২ | ৯০ |  |  |
| গবেষণা অনুদানপ্রাপ্ত উপকারভোগী | সংখ্যা | ৫০৫ | ৭৪ | ৫৪৩ | ৯৫ |  |  |

**৫.৩ মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটে নারীর হিস্যা:**

(কোটি টাকায়)

| **বিবরণ** | **বাজেট 20২3-24** | **সংশোধিত 2022-২3** | **বাজেট 2022-২3** | **প্রকৃত 2021-22** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | **সংশোধিত** | **নারীর হিস্যা** | **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | **প্রকৃত** | **নারীর হিস্যা** |
| **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** |
| মোট বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| মন্ত্রণালয়ের বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| উন্নয়ন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| পরিচালন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

সূত্রঃ আর.সি.জি.পি. ডাটাবেইজ

**৬.০ বিগত অর্থবছরে নারী উন্নয়নে সুপারিশকৃত কার্যাবলির অগ্রগতির চিত্র ও উল্লেখযোগ্য সাফল্যসমূহ**

| **ক্রমিক নং** | **বিগত বছরের সুপারিশকৃত কার্যাবলি** | **অগ্রগতি** |
| --- | --- | --- |
| ১ | আধুনিক পরমাণু চিকিৎসা সম্প্রসারণের মাধ্যমে নারীর স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়ন | আধুনিক পরমাণু চিকিৎসা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিদ্যমান ৭টি ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার মেডিসিন এন্ড এ্যালায়েড সায়েন্সস (ইনমাস)-এর চিকিৎসা সেবা এবং ৮টি মেডিকেল কলেজ ক্যাম্পাসে আধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপনের মাধ্যমে সর্বস্তরের জনগণের স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়ন ও পরমাণু চিকিৎসা সেবা সম্প্রসারিত হয়েছে। এতে করে ৬৬% নারী উপকৃত হচ্ছে। |
| ২ | নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন, আমদানি ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে জেন্ডার প্রেক্ষিত প্রতিফলিত করা |  গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রমের পরিধি বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার মেডিকেল ফিজিক্স-এ ক্যান্সার চিকিৎসায় ব্যবহৃত Linear Accelerator (Linac) সহ অন্যান্য অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপন করে ক্যান্সার চিকিৎসায় রেডিও থেরাপি দেয়া হচ্ছে। ঢাকাস্থ নিনমাস ও ইনমাস-এ পেটসিটি মেশিনের মাধ্যমে ক্যান্সার ডায়ালাইসিস ও ফলোআপ সেবা প্রদান করা হচ্ছে। কমিশন কর্তৃক সংগৃহীত অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি আমদানি ও ব্যবহারে নারীদেরকে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। |
| ৩ | উদ্ভাবিত প্রযুক্তি প্রয়োগের ফলে নারীর স্বার্থ বিঘ্নিত হলে গবেষণার মাধ্যমে ঐ প্রযুক্তিকে নারীর প্রতি ক্ষতিকারক উপাদান মুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা | প্রয়োজনীয় উদ্যোগ চলমান আছে। |
| ৪ | প্রযুক্তি ক্ষেত্রে নারীর স্বার্থের অনুকূলে লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্যে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ও সংস্কার করা | প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ও সংস্কার করার বিষয়টি বিবেচনাধীন রয়েছে।  |
| ৫ | বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য প্রকল্পের বাস্তবায়ন ও পরিচালনার বিভিন্ন পর্যায়ে সুবিধাভোগী নারী জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকল্পের বিভিন্ন কমিটিতে নারী সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করার বিধান রাখা | প্রকল্প বাস্তবায়ন ও পরিচালনার বিভিন্ন পর্যায়ের কমিটিতে নারী সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। |
| ৬ | জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি, ২০১১ বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনায় বর্ণিত গবেষণা ও উন্নয়ন পেশায় (R&D) নারীদের প্রণোদনা (incentive) প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক শিক্ষা-গবেষণার ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা | বিজ্ঞান গবেষণা ও উন্নয়ন পেশা এবং বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে মহিলাদের বিশেষ সুবিধা (Incentive) প্রদানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক জাতীয় ফেলোশিপ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কর্মসূচির মাধ্যমে ছাত্র/ছাত্রীদের আর্থিক প্রণোদনা প্রদান করা হচ্ছে যার উল্লেখযোগ্য অংশ নারী। ২০2১-২২ অর্থবছরে অনুদানপ্রাপ্ত ৯২০টি গবেষণা প্রকল্পের মধ্যে ১৮৫ জন নারী গবেষক রয়েছেন। |

**৬.২** বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষায়িত যোগ্যতাসম্পন্ন বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ, গবেষক ও একাডেমিশিয়ান তৈরির লক্ষ্যে এমএস, পিএইচডি ও পোস্ট ডক্টরাল গবেষণা কার্যক্রম বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্টের মাধ্যমে চলমান রয়েছে। এ ট্রাস্টের আওতায় এ যাবৎ ৩৭৫ জন দেশে-বিদেশে এমএস, পিএইচডি ও পোস্ট ডক্টরাল কোর্সে ডিগ্রি গ্রহণের সুযোগ পেয়েছে। তাদের মধ্যে নারী ফেলোর সংখ্যা ১৬৪ জন।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের আওতায় বর্তমানে ২৮টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পসমূহে নারী কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োজিত আছেন এবং তাঁরা সাফল্যের সাথে প্রকল্প বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখছেন। তাছাড়া এ মন্ত্রণালয়ের সকল উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় ও সংস্থায় কর্মরত বিভিন্ন পর্যায়ের নারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের স্বপদে থেকে অথবা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কমিটির সদস্য হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন। এ মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প বাস্তবায়ন ও পরিচালনায় নারী জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের বিষয়টি ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

**৭.০ ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ**

* আধুনিক পরমাণু চিকিৎসা সম্প্রসারণের মাধ্যমে নারীর স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়ন;
* নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন, আমদানি ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে জেন্ডার প্রেক্ষিত প্রতিফলিত করা;
* উদ্ভাবিত প্রযুক্তি প্রয়োগের ফলে নারীর স্বার্থবিঘ্নিত হলে গবেষণার মাধ্যমে ঐ প্রযুক্তিকে নারীর প্রতি ক্ষতিকারক উপাদানমুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা;
* প্রযুক্তি ক্ষেত্রে নারীর স্বার্থের অনুকূলে লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ও সংস্কার করা;
* বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য প্রকল্পের বাস্তবায়ন ও পরিচালনার বিভিন্ন পর্যায়ে সুবিধাভোগী নারী জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকল্পের বিভিন্ন কমিটিতে নারী সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করার বিধান রাখা;
* জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি ২০১১ বাস্তবায়ন কর্ম-পরিকল্পনায় বর্ণিত গবেষণা ও উন্নয়ন পেশায় (R&D) নারীদের প্রণোদনা (incentive) প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক শিক্ষা গবেষণার ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা; এবং
* বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মূল বিষয়গুলিতে নারী শিক্ষার্থীদের নিউক্লীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উপর বিভিন্ন সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন এবং ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় ভবিষ্যতে নিউক্লীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আকর্ষনীয় তথ্য প্রবাহের ব্যবস্থা।